জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০০২

National Voluntary Blood Donation And Posthumous Eye Donation Day 2002

বিশেষ ক্রোড়পত্র ২ নভেম্বর ২০০২

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই রক্তদানে চক্ষুদানে, প্রমাণ করবো তা-ই।"

আয়োজনে : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায় : সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ কার্তিক ১৪০৯
০২ নভেম্বর ২০০২

বাণী

আমি ৮ম জাতীয় 'স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনে 'সন্ধানী'র ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ কর্মসূচীকে সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের প্রচেষ্টাকে বেগবান করার জন্য সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে এগিয়ে আসেন, তাহলে ১৩ কোটি মানুষের এ দেশে রক্তের দুষ্প্রাপ্যতা মোচন ও কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব নিরসন করা অবশ্যই সম্ভব হবে।

এ দিবস পালন উপলক্ষে যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির সব কর্মসূচীর আমি সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ)

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ কার্তিক ১৪০৯
২৩ অক্টোবর ২০০২

বাণী

অন্ধজনে আলো এবং অসুস্থকে সুস্থতা দানের প্রত্যয় নিয়ে ২ নভেম্বর 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি যৌথভাবে এ দিবস পালনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। দূষিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে দুরারোগ্য হেপাটাইটিস-বি এবং মরণ ব্যাধি এইডস বিস্তার লাভ করে। তাই নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বেচ্ছায় রক্তদান করা এবং তা সংগ্রহে রাখা। অপরদিকে দেশে আজ কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের সংখ্যা প্রায় দশ লাখের মতো। মরণোত্তর চক্ষুদানের মাধ্যমে সংগৃহীত কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনে সন্ধানীর ভূমিকা ইতিমধ্যে জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছে। রোগীদের রক্তের চাহিদা মেটানো এবং অন্ধত্ব নিরসনে সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। সন্ধানীসহ স্বাস্থ্যখাতে নিয়োজিত অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের জনগণকে দুস্থ মানবতার কল্যাণে এ কর্মসূচি সফল করে তুলতে কার্যকর অবদান রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস' উদযাপনের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

(খালেদা জিয়া)

মন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যথাযথ গুরুত্বের সাথে আগামী ২রা নভেম্বর ২০০২, 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

একজন মুমূর্ষু রোগিকে রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচানো বা একজন দৃষ্টিহীনের চোখে কর্ণিয়া স্থাপনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনদান নিঃসন্দেহে মহোত্তম কাজ। এ কাজে প্রতিটি সুস্থ লোকের এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে, সন্ধানীর সহযোগীতায় জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস উদ্‌যাপন, স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।
আমি এই দিবস উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

(ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন)

স্বেচ্ছায় রক্তদান : বর্তমান বাস্তবতা

হারুন-অর-রশিদ হারুন
সাধারণ সম্পাদক, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ

ডাঃ মনিলাল আইচ লিটু
উপদেষ্টা, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ

রক্ত এমনই এক জিনিস যার কোন বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষ সাধিত হলেও রক্তের বিকল্প কোন কিছু তৈরী বা আবিষ্কার করা আজও সম্ভব হয়নি। রক্তের প্রয়োজন শুধু রক্ত দিয়েই মিটানো যায়। কেবলমাত্র একজন মানুষই পারে আর একজন মানুষের প্রয়োজনে রক্ত দিতে। এখনও লক্ষ্য করা যায় যে, যখনই কোন ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন তখন তাকে বাণিজ্যিক ব্লাড ব্যাংকে অথবা পেশাদার রক্তদাতাদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কিন্তু পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত রক্ত রোগীর জীবনকে আরো ঝুকিপূর্ণ করে তুলতে পারে, রোগীর বেঁচে থাকার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পেশাদার রক্তদাতারা সমাজের ঘৃণিত অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ। তারা হতে পারে বিভিন্ন নেশায় নেশাগ্রস্ত, হতে পারে বিভিন্ন কঠিন রোগে আক্রান্ত অথবা বিপথগামী। তাই পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে গৃহীত রক্ত সাময়িক উপকার করলেও রোগীর জীবনকে ঠেলে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

রক্ত কোন পণ্য নয়, রক্তদান নয় কোন দুঃসাহসিক কাজ। রক্তদানের জন্য একজন মানুষের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। ১৮-৫৭ বছর বয়সের যে কোন সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তি প্রতি ৪ মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে তিন বার রক্ত দিতে পারেন। বাংলাদেশে বাৎসরিক রক্তের চাহিদা প্রায় ২,৫০,০০০ ব্যাগ (৪০০ মিলি প্রতি ব্যাগ)। এর মধ্যে মাত্র ৬০,০০০ ব্যাগ আসে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে। বাকি সিংহভাগ আসে পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে, আবার কিছু অংশ ঘাটতি থেকেই যায়। সবাই একটু সচেষ্ট হলে সম্পূর্ণ চাহিদাকেই স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। ১৩ কোটি জনগোষ্ঠী সম্পন্ন বাংলাদেশে রক্তের প্রয়োজন মাত্র আড়াই লক্ষ ব্যাগ, এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। এ লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় মাত্র ২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদাতা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রতি হাজারের মধ্যে যদি যে কোন দুইজন সক্ষম ব্যক্তি বছরে একবার করেও রক্তদান করে তাহলে বাংলাদেশের আর কোন রক্ত সমস্যা থাকবে না। পেশাদার রক্ত বিক্রেতার রক্ত গ্রহণের ফলে মরণব্যাধি এইডস, হেপাটাইটিস, মারাত্মক যৌন রোগ সিফিলিস ও গনোরিয়া এবং অন্যান্য রক্তবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু আরো ত্বরান্বিত হয়।

রক্ত বেচাকেনার মত এ জঘন্য পেশাকে চিরতরে বন্ধ করার জন্য দেশের কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদানের ক্ষেত্রে সফলতার শীর্ষস্থান দখল করে আছে সন্ধানী। সন্ধানী হচ্ছে মেডিকেল ও ডেন্টাল ছাত্র-ছাত্রী পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি একজন সহপাঠীকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল সন্ধানীর পথচলা। সেই থেকে সন্ধানী আর থেমে থাকেনি। পঁচিশ বছর পূর্বে উপ্ত বীজ আজ বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২রা নভেম্বর সন্ধানী-ই বাংলাদেশে প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। কর্ণিয়া জনিত অন্ধত্ব সমস্যা সমাধানে সৃষ্টি হয় সন্ধানীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি উদ্দেশ্য সাধনে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধামন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২রা নভেম্বরকে জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ঘোষণা করে সন্ধানীর উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সন্ধানীর সহযোগিতায় দিবসটি জাতীয়ভাবে পালন করে আসছে।

সন্ধানীকে বলা হয় Pioneer of Voluntary Blood Donation in Bangladesh। বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদানের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার প্রায় ৮৫% কৃতিত্বের দাবীদার সন্ধানী। দেশে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে সংগৃহীত ৬০,০০০ ব্যাগ রক্তের মধ্যে সিংহভাগই সংগ্রহ করছে সন্ধানীর স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা। স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য সন্ধানী বিভিন্ন সময়ে লাভ করেছে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা, পদক ও স্বীকৃতি। Commonwealth Youth Service Award '95 এবং ODA UK-'95 অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সন্ধানী একটি সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সন্ধানীর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সন্ধানীর কাজের সাথে শরীক হয়েছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, মেডিসিন ক্লাব, লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল, রোটারী ইন্টারন্যাশনাল, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, বাঁধন ও আরো কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

শুধুমাত্র রক্ত সংগ্রহ করলেই চলবেনা, এর জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ রক্ত পরিসঞ্চালন। বিশুদ্ধ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন রক্তের স্ক্রিনিং (Screening) এর ব্যবস্থা করা যাতে রক্ত গ্রহীতা এইডস, হেপাটাইটিস, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। আর এটা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থ ও জনবল। সন্ধানী তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাণান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সরকারও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতা পেলে সন্ধানীর জন্য এ লক্ষ্য অর্জন আরো সহজ হবে। সরকার UNDP এর সহযোগিতায় Safe Blood Transfusion Projec এর আওতায় দেশে ৯৭টি নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র স্থাপন করেছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে স্বেচ্ছায় রক্তদানে Pioneer হওয়া সত্ত্বেও সে ৯৭টি কেন্দ্রের মধ্যে সন্ধানীর নাম স্থান পায়নি। সরকারের উচিত সন্ধানীর মত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্পভুক্ত করে সন্ধানীর প্রশংসনীয় উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করা।

দেশে মাত্র ২০-৪০% নিরাপদ রক্ত সঞ্চালিত হয়। সারাবিশ্বের রক্ত চাহিদার মাত্র ৭% আসে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে। আবার বিশ্বের অনেক দেশ আছে যেখানে রক্ত বেচাকেনার মত কোন জঘন্য পেশা নেই, সেখানে স্বেচ্ছায় রক্তদান তো কোন ব্যাপারই নয়। আর এটা সম্ভব হয়েছে সে দেশের সরকারের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই। দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে ও সরকারের আন্তরিকতার অভাবে বা তেমন কোন সহযোগিতা না করার কারণে বা অসহযোগিতার কারণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো পদে পদে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের নিকটবর্তী রাষ্ট্র শ্রীলংকাকে আমরা একটি সফল রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করেত পারি, সেখানে স্বেচ্ছায় রক্তদানে তো কোন সমস্যা নেই-ই এমনকি মরণোত্তর চক্ষুদানের ক্ষেত্রেও নেই কোন প্রতিকূলতা। সেখানে কোন আইন জটিলতা না থাকার কারণে তারা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্ণিয়া বিদেশেও রপ্তানী করে থাকে। ফলে সেখানে কর্ণিয়া সমস্যার কারণে কাউকে বরণ করতে হচ্ছে না অন্ধত্বের অভিশাপ। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেও সরকারের আন্তরিকতার কমতি থাকায় বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে এবং দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রশাসনিক বৈষম্যের জন্য এ মহৎ কাজটি ব্যাহত হচ্ছে। সরকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদান, মরণোত্তর চক্ষুদানসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এসব মহতী উদ্যোগের সহিত জড়িত সরকারের উচিত তাদেরকে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে উৎসাহিত করা। অতএব দেশের সকল স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সরকার, গণমাধ্যম ও সর্বস্তরের জনগণ সবাই যদি একযোগে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তরিকভাবে কাজ করে তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উপরোক্ত সমস্যা সমাধান অত্যন্ত সহজ হবে।

প্রতিমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত সন্ধানী এদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনের পথিকৃত। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং সন্ধানীর সহযোগিতায় সারাদেশব্যাপী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস, ২০০২"। স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে সন্ধানী ১৯৭৮ সালের ২রা নভেম্বর যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল সময়ের দাবীতে সেই দিনকে সামনে রেখে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে ১৯৯৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ দিবসটিকে জাতীয়ভাবে পালনের ঘোষণা করেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের ব্যাপারে সন্ধানীকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে আসছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি "৮ম জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস" এর সাফল্য কামনা করি।

(আমান উল্লাহ আমান)

সচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।
১৯৭৮ সালের ২ নভেম্বর বেসরকারী উদ্যোগে সন্ধানী কর্তৃক প্রথমবারের মতো স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে সন্ধানীর এ প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার ২ নভেম্বরকে "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস" হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান রক্তের চাহিদা ও অন্ধের সংখ্যার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কার্যক্রম বর্তমানে সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এ দিবসকে সামগ্রিকভাবে সফল করতে সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং সন্ধানীর জাতীয় চক্ষুদান সমিতি কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।
আমি "৮ম জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস" টির কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি এবং আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মুহঃ ফজলুর রহমান)

যুগ্ম-সচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সন্ধানীর সহযোগিতায় উদযাপিত হচ্ছে "জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস-২০০২"। এবারের দিবসটির প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, রক্তদানে চক্ষুদানে, প্রমাণ করবো তা-ই"। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই ২ নভেম্বর, ২০০২, ৮ম বারের মত জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস" পালিত হতে যাচ্ছে। সক্ষম প্রতি ব্যক্তিই যদি স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে এগিয়ে আসেন, তাহলে ১৩ কোটি মানুষের এ দেশে রক্তের দুষ্প্রাপ্যতা মোচন ও কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব নিরসন করা অবশ্যই সম্ভব।

এদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান এর ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সন্ধানীর ভূমিকা অপরিসীম। দিবসটি পালনে সম্পৃক্ত সন্ধানীর সকল কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস-২০০২ সফল হোক।

(মুহঃ নুরুজ্জামান খান)

সভাপতি

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ

বাণী

দুর্দমনীয় কিছু তারুণ্যের অদম্য এক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে "সন্ধানী" নামক সেবা আদর্শের যে বীজটি উপ্ত হয়েছিল, তা আজ পরিনত হয়েছে বিশাল এক মহিরুহে। দৃষ্টিহীনতার অভিশাপ আর রক্তশূন্যতার মালিন্যের হাত থেকে আর্তের উত্তরণে "সন্ধানী" আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সৃষ্টির উষালগ্ন হতে "সন্ধানী" স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, কর্ণিয়া সংগ্রহ ও সংযোজন, দুঃস্থের সেবা প্রদান, ভেক্সিনেশনসহ নানা সেবামূলক কর্মসূচীতে আত্মনিবেদন করে আসছে। দেশের জনসাধারণের মাঝে সন্ধানী আজ ছড়িয়ে দিয়েছে প্রগতির স্বর্ণালী আভা।

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই
রক্তদানে, চক্ষুদানে প্রমাণ করবো তা-ই"

এই আহ্বানকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত হতে যাচ্ছে ৮ম জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস। এই দিবসের আহ্বান ছড়িয়ে পড়ুক দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। পরিশেষে এই মহৎ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষ হতে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান)

Posthumous Eye Donation : The Bangladesh Scenario

Ruhul Amin Mazumdar
President, Sandhani National Eye Donation Society

The spectacular advancements of medical science achieved during the second half of the 20th century cannot be matched by the success stories of past centuries. It is true that more diseases are diagnosed than what was known for ages. The good news is that more remedies are available to handle the newly discovered ailments.

Take for instance the case of blindness. For many years eye diseases were treated successfully. Reduced eyesight was corrected by power glasses, more recently by contact lenses, but for hundreds of years there was no remedy for blindness. Once blind, forever blind was an accepted fact of life.

After a series of experiments, the medical surgeons successfully transplanted a cornea taken from the eye of a dead body into the eye of a blind man. Miracle took place; the blind man regained his eyesight and he was able to see the world. Since then this practice of cornea transplantation received universal acceptance. Corneal blindness is no longer an incurable disease. In every country of the world eye surgeons transplant corneas on blind eyes and the main source of supply of cornea comes from kind people who make posthumous donation of their eyes (corneas). Corneas are also collected from dead bodies does not arise. As such, dependence on unclaimed dead bodies is very rare.

This advancement of medical science in the field of corneal blindness is yet to be fully exploited in Bangladesh. To create awareness about posthumous eye donation and collection, preservation and transplantation of cornea, Sandhani National Eye Donation Society was founded on November 25, 1984. It was an association of medical and dental students and teachers as well as socially responsible dedicated members of the public drawn from mixed profession.s It is a non-profitable organization run by members, contributions, charities and public donations. The Government of Bangladesh recognizes its valuable services to alleviate blindness but does not give any financial assistance.

There are many NGOs in the country, both local as well as foreign, who are involved in eye care activities, such as cataract, conjunctivitis etc. But SNEDS is the one and only organization which is committed to restoration of eyesight. There are people who are born blind. There are others who are blind due to serious accidents. It is not6 possible to give them sight but for people who are blind on account of corneal opacity, it is possible to substitute their defective/damaged cornea by a fresh cornea from another person, dead or alive, young or old. People become blind due to corneal defects/diseases caused by malnutrition, measles, diarrhoeas etc. Children are relatively more susceptible to this kind of blindness. Also the incidence of the category of blind people are seen more in developing countries than in economically rich countries of Europe, America or Far East.

Sandhani National Eye Donation Society started its activities in 1984. Our foundation ceremony was graced by Dr. Hudson Silva of Sri Lanka. He was the pioneer in the field of posthumous eye donation and karatoplasty (cornea grafting). Starting from zero, his absolute dedication and commitment made it possible to meet the total demand for corneas in Sri Lanka through posthumous eye donation of the general public. His success story did not end here. By the time he died in 2000, he was sending free of cost donated corneas to as many as 165 countries of the world including Bangladesh.

Posthumous eye donation started in Bangladesh fairly early. Engineer Enamul Huq was the first man to donate his eyes. From time to time his noble example was followed by many worthy sons of the soil. Some of them have died and Sandhani collected their corneas and grafted them in the eyes of suitable blind people, Names of Dr. Aleem Al Razee, Prof. Ahmed Sharif and very recently Mr. Akbar Kabir may be mentioned.

Although Sandhani through its relentless and planned course of activities has been able to create awareness amongst the conscious population of Bangladesh about the need and usefulness of posthumous eye donation, it must be admitted that response from the potential donors has been far from satisfactory. Although all religions including Islam encourage eye donation, although every country in the world including Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia and Bangladesh strongly support posthumous eye donation, our people are not motivated enough to come forward to serve this much needed noble and humanitarian cause. On the one side is the lack of education of our people, on the other side is the course of superstition. An inherent fear of losing eyes even after death adversely affect our acceptability of this concept.

As on the 30th of October, 2002, the picture of eye donation activities and cornea transplantation looks as follows :

No of people who pledged posthumous eye donation 34,300, No of corneas collected 1608, No of corneas collected from pledgers 58, No of corneas collected from unclaimed dead bodies1550, No of corneas grafted 1486, In a country of 130 million population, it is no doubt a very disappointing picture. More participation is urgently required. Any loss of time will produce more blind people, that means more unproductive people, which is a very unwanted liability to the society.

The Government should strongly support Sandhanis activities. An annual grant must be made available to Sandhani as is done in the case of Diabetic Association, Heart Foundation etc. This will enable Sandhani to set up a well-equipped multipurpose hospital on the land leased by the Government at a nominal price. The proposed hospital will reduce Sandhanis dependence on Government medical colleges as well as private practitioners. In the latter case transplantation is very expensive and blind people who are mostly poor cannot afford it. Prime Minister Begum Khaleda Zia declared in 1995, 2nd November for every year as the National Day for Voluntary Blood and Posthumous Eye Donation day. Every year the Day is observed by the Ministry of Health and Family welfare in association with Sandhani Central Committee and SNEDS.

If Sri Lankan can obtain a place of pride in the world map of posthumous eye donation, there is no reason why we should lag behind. So on this day let us all pledge to make a pledge for posthumous eye donation and help as many deprived blind people regain their eyesight and taste the beauty of the world around.

সভাপতি

সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি

বাণী

সময়ের আবর্তে আবারও ফিরে এসেছে ২ নভেম্বর জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য
"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই
রক্তদানে, চক্ষুদানে প্রমাণ করবো তা-ই"
একটু চোখ বন্ধ করুন, আর ভাবুন, আপনি আর পৃথিবীর রং, রূপ দেখতে পাবেন না, দেখতে পাবেন না সন্তান কিংবা প্রিয়ার মায়াবী মুখ। কি দুঃখ, কি কষ্ট, কি ব্যাথা।
এ দুঃখ, এই কষ্ট, এই ব্যাথা নিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে বাস করছে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক লোক। এদের দুঃখ, কষ্ট, ব্যাথা দূর করতে এগিয়ে এসেছে এক ঝাঁক উদ্যমী সন্ধানী কর্মী। সংগত কারণেই তারা সহযোগিতা পাচ্ছে সরকার সহ বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের জনসাধারনের। সরকার সন্ধানীর প্রথম স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠানের স্মৃতিবিজড়িত ২রা নভেম্বরকে জাতীয় দিবসের মর্যাদা দিয়েছেন, ঢাকা শহরে সন্ধানীকে প্রদান করেছেন একখণ্ড জমি, একটি আধুনিক চক্ষুব্যাংক ও কর্ণিয়া গ্রাফটিং হাসপাতাল স্থাপনের তহবিল সংগ্রহের জন্য অনুমতি দিয়েছেন অন্ধত্বমোচন লটারী আয়োজনের। সন্ধানীর সকল আয়োজনে জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আমাদেরকে আশান্বিত করেছে। আমরা বিশ্বাস করি সকলের সহযোগিতায় আমাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সন্ধানী আরও বলিষ্ঠ ভাবে আর্তমানবতার সেবায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারবে।
পরিশেষে কায়মনোবাক্যে কামনা করি দিবসের উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ুক সবার মাঝে যে উদ্দীপনার মাঝে লুকিয়ে আছে সুন্দর ভবিষ্যতের সোনালী আলো।

(রুহুল আমীন মজুমদার)

সাধারণ সম্পাদক

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ

বাণী

বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনের পথিকৃৎ সন্ধানী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম। আর্তমানবতার সেবার মহান ব্রত নিয়ে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে সন্ধানী নামের যে বীজ বপিত হয়েছিল, তারুণ্যে উদ্দীপ্ত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের নিরলস শ্রম আর আন্তরিক কর্ম-প্রচেষ্টায় তা আজ বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সন্ধানী তার অনবদ্য অবদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে লাভ করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। Common Wealth Youth Service Award '95 এবং ODA UK' 95 অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সন্ধানী বাংলাদেশের মুখকে করেছে সমুজ্জ্বল। বাংলাদেশে রক্ত ও কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব সমস্যা সমাধানে সন্ধানীর নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তরভাবে। আমরা নিশ্চিত যে এমন একদিন আসবে যে দিন একজন মুমূর্ষু লোকও রক্তের অভাবে মৃত্যু বরণ করবে না এবং কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা জনিত কারণে আর একজনকেও বরণ করতে হবে না অন্ধত্বের অভিশাপ এবং সন্ধানীর আন্দোলন রূপান্তরিত হবে গণ মানুষের সামাজিক আন্দোলনে।
১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২ রা নভেম্বরকে জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সন্ধানীর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সাল থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সন্ধানীর আয়োজনে দিবসটি জাতীয় ভাবে পালিত হয়ে আসছে। এবার পালিত হতে যাচ্ছে ৮ম জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস।
আমি দিবসটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল রক্তদাতা, বিজ্ঞাপন দাতা প্রতিষ্ঠান, ও অনুদান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, শুভাকাংখী ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(হারুন-অর-রশিদ হারুন)

COURTESY:
edcl ESSENTIAL DRUGS COMPANY LTD

মহাসচিব

সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি

বাণী

মুমূর্ষের মাঝে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে-রক্তের বিকল্প রক্ত, আর দৃষ্টিহীনের মাঝে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে-চোখের বিকল্প চোখ। সকলের মাঝে এই অনুভূতিকে জাগ্রত করতেই সন্ধানী ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির জন্ম- যা একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিনত হয়েছে এবং স্বীকৃতি পেয়েছে জাতীয় পর্যায়ে। জন্ম এবং স্বীকৃতি তখনই সার্থক হবে যখন রক্তের অভাবে ঘটবে না অনাকাঙ্খিত মৃত্যু এবং কর্ণিয়ার অভাবে একজন আরও দৃষ্টিহীন হয়ে থাকবে না। তখনই সার্থক হবে একজন অন্ধের আকুতি- "মাগো ভালবাসিয়া তোমায় একনজর দেখিতে পাইলে মরিতাম হাসিয়া।"

সময়ের পরিক্রমায় জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস চলতেই থাকবে, বাড়বে রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ, অনেক দৃষ্টিহীন ফিরে পাবে তাদের হারানো দৃষ্টিশক্তি। দিবসটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হবে যখন সমাজের প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনকে সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সার্থক হোক ৮ম জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস - ২০০২।

২ রা নভেম্বর দিবসটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

(এ, এস, এম, আব্দুল ফাত্তাহ)